এইচ এস সি বাংলা ব্যকরণ

অধ্যায় ১১: বিরাম চিহ্নের ব্যবহার (২০০০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত) ও এক নজরে ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত সাজেশন্স

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ (হর্ষ, বিষ জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্য গঠনে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে দেখাবার জন্য যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে 'যতি চিহ্ন', 'ছেদচিহ্ন' বা 'বিরাম চিহ্ন' বলে।

প্রশ্ন : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রধান প্রধান বিরাম চিহ্নের পরিচয় দাও। *চ.*

উত্তর : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিরাম চিহ্ন :

চিহ্নের নাম	বাংলা ভাষায় যে নামে ব্যবহৃত হয়	ইংরেজি নাম	চিহ্ন	বিরতির সময়
কমা	পাদচ্ছেদ	Comma	'	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন।
সেমিকোলন	অর্ধচ্ছেদ	Semicolon	;	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন
দাঁড়ি	পূর্ণচ্ছেদ	Full stop	।	১ (এক) সেকেন্ড
প্রশ্নচিহ্ন	প্রশ্নবোধক চিহ্ন	Note of Interrogation	?	১ (এক) সেকেন্ড
বিস্ময়চিহ্ন	বিস্ময়সূচক চিহ্ন	Note of Excalmation	!	১ (এক) সেকেন্ড
কোলন	দৃষ্টান্তচ্ছেদ	Colon	:	১ (এক) সেকেন্ড
ড্যাশ	বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন	Dash	–	১ (এক) সেকেন্ড
কোলন ড্যাশ	ছেদ সংযোগ চিহ্ন	Colon dash	:–	১ (এক) সেকেন্ড
হাইফেন	শব্দ সংযোগ চিহ্ন	Hyphen	-	থামার প্রয়োজন নেই
জোড় উদ্ধৃতি চিহ্ন	জোড় উদ্ধৃতি চিহ্ন	Inverted commas	" "	১ (এক) বলতে যে সময়
এক উদ্ধৃতি চিহ্ন	এক উদ্ধৃতি চিহ্ন	Quotation Mark	' '	১ (এক) সেকেন্ড
লোপ চিহ্ন	ইলেক বা লোপ চিহ্ন	Apostrophe	'	বিরতির প্রয়োজন নেই
বন্ধনী চিহ্ন	ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন	Brackets	(), {}, []	বিরতির প্রয়োজন নেই
বিন্দু চিহ্ন	বিন্দু	dot	.	
বিকল্প চিহ্ন	বিকল্প চিহ্ন	Slash	/	

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

কমা (পাদচ্ছেদ)

সাধারণত ১ (এক) উচ্চারণে যতটুকু সময় প্রয়োজন ততটুকু সময় থামতে হয় কমার জন্যে।

(ক) বাক্যের অর্থবিভাগ দেখানোর জন্য কমা ব্যবহৃত হয়।

যেমন : সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।

(খ) একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসাথে বসলে শেষটি বাদে সবকটার পর কমা বসে।

যেমন : জবা, বেলি, হাসনা হেনা আমার প্রিয় ফুল।

(গ) সম্বোধনের পর কমা বসে।
যেমন : মাভৈঃ, এদিকে এসো।

(ঘ) উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কমা বসে।
যেমন : শিক্ষক বললেন, "আগামীকাল হরতাল।"

(ঙ) বার ও মাসের পরে কমা বসে।
যেমন : ১লা বৈশাখ, শনিবার, ১৪১৯ সন।

সেমিকোলন (অর্ধচ্ছেদ)

কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির দরকার হলে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : আগে চেনা পথে যাও, পরে অচেনা পথে যেয়ো।

দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)

বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝানোর জন্য দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়।
যেমন : মৃত্যুতে সব অহংকার ধুয়ে মুছে যায়।

প্রশ্ন চিহ্ন (প্রশ্নবোধক চিহ্ন)

কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : পৃথিবীর বয়স কত?

বিস্ময় চিহ্ন (বিস্ময়সূচক চিহ্ন)

অবাক, বিস্ময় বা হৃদয়াবেগ প্রকাশ পেলে বাক্যের শেষে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : মরি হায়! হায়রে ও মা।

কোলন (দৃষ্টান্তচ্ছেদ)

অপূর্ণ বাক্যের পরে একটি পূর্ণ বাক্য এলে কোলন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : প্রতিজ্ঞা করলাম : আর মিথ্যা বলবো না।

ড্যাশ (বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন)

পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা ততোধিক বাক্যের সমন্বয় বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন– শিশির– না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না।

কোলন ড্যাশ (ছেদ বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন)

উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত বোঝাতে কোলন ড্যাশ একসাথে ব্যবহৃত হয়।
যেমন–সমাস ছয় প্রকার : [বর্তমানে কোলনের সাথে ড্যাশ ব্যবহার হয় না।]

হাইফেন (শব্দ সংযোগ চিহ্ন):

যেমন : জন–মানব।

লোপ চিহ্ন

বর্ণ বিশেষের লোপ বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

উদ্ধৃতি চিহ্ন

বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তি এই চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত হয়।
যেমন : তিনি বললেন, 'তোমরা চলে যাও।'

ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন

প্রধানত গণিতে বন্ধনী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন : ড্যাশ চিহ্ন কী? এর বিভিন্ন ব্যবহার দেখাও। *[ব. ১১, রা. - ২০১০, চ. ০৯]*

উত্তর : একটি বাক্যের বিভিন্ন ভাবকে সুস্পষ্ট ও সার্থকভাবে নির্দেশ করার জন্য যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে (ড্যাশ) (–) চিহ্ন বলে। মূলত যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার বেশি বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

ড্যাশ চিহ্নের বিভিন্ন ব্যবহার

(ক) উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : পদ পাঁচ প্রকার।
যেমন : সমাস ছয় প্রকার। [বর্তমানে অবশ্য যেমন, যথা প্রভৃতি শব্দের পরে কোলন ব্যবহৃত হয়]

(খ) অসম্পূর্ণ বাক্যের শেষে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : 'বটে রে–'

(গ) সংলাপের শুরুতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : –হ, গীত না তর মাথা।

(ঘ) দুটো বাক্যের সংযোগের মাঝে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন : তোমাদের সম্মান কমবে না–বরং বাড়বে।

যথাস্থানে বিরাম চিহ্ন বসাও : [বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন ও সমাধান]

প্রশ্ন : উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে তার পাতায় খয়েরি রং সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয় নি সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়ে নি *[ঢা. ২০১২]*

উত্তর : উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রং। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয় নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়ে নি।

প্রশ্ন : রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয় রং ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত যৌবন সূর্য যথায় অস্তমিত দুঃখের তিমির কুন্তলা নিশীথিনীর সেতো লীলাভূমি *[ঢা. ০৩, য. ০৮, কু. ০৯]*

উত্তর : রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রং ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবন-সূর্য যথায় অস্তমিত, দুঃখের তিমির–কুন্তলা নিশীথিনীর সেই তো লীলাভূমি।

প্রশ্ন : আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম হৈম আমার উপর রাগ করিয়ো না আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা *[চ. ০৩, রা ০৬]*

উত্তর : আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম "হৈম আমার উপর রাগ করিয়ো না। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না, আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা :"

প্রশ্ন : মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন আইবুড় মেয়ের বয়স সতেরো এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা তাই ঢাক পিটিয়ে বেড়াইতে হইবে। *[ব. ০৩]*

উত্তর : মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন "আইবুড় মেয়ের বয়স সতেরো, এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়ে বেড়াইতে হইবে?"

প্রশ্ন : দিন কাটিয়া যায় জীবন অতিবাহিত হয় ঋতুচক্রে সময় পাক খায় পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে পদ্মার জল ভেদ করিয়া জাগিয়া ওঠে চর অর্ধশতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। *[ব. ০৪]*

উত্তর : দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙান-ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে, পদ্মার জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ-শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়।

প্রশ্ন : কমলাকান্ত জোড়হাত করিয়া বলিল বাবা কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে আমাকে এর ভিতর পুরিলে চাপরাশি মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না ছাড়ি ঘরাইয়া বলিলেন তামাশার জায়গা এ নয় হলফ পড় কমলাকান্ত বলিল পড়াও না বাপু *[রা. ১০]*

উত্তর : কমলাকান্ত জোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?" চাপরাশি মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। ছড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাশার জায়গা এ নয়–হলফ পড়।" কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

প্রশ্ন : এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না মা গলা চড়াইয়া বলিলেন তুই কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস হৈম বলিল আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না. *[য. ০৫, চ. ০৮]*

উত্তর : এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল, "বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না।" মা গলা চড়াইয়া বলিলেন, "তুই কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?" হৈম বলিল, "আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।"

প্রশ্ন : জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা আবার কোনো কোনো বেশরম বলে বাঙালির পয়সার অভাব বটে কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ কথা। *[কু. ১১]*

উত্তর : জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা, আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, "বাঙালির পয়সার অভাব।" বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ কথা।

প্রশ্ন : দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয় দুর্নীতি রোধ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন গণমাধ্যম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দলনিরপেক্ষ স্বাধীন ও সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন। *[য. ২০১২]*

উত্তর : দুর্নীতি প্রতিরোধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়। দুর্নীতি রোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন গণমাধ্যম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দলনিরপেক্ষ স্বাধীন ও সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজন।

এক নজরে ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত সাজেশন্স

[ব্যাকরণের প্রশ্ন, প্রকৃতি প্রত্যয়, সমাস, উচ্চারণের নিয়ম, বানান শুদ্ধিকরণ, বাক্যশুদ্ধিকরণ, পারিভাষিক শব্দ, বাক্যান্তর ও বিরাম চিহ্নের সঠিক ব্যবহার থেকে মোট আটটি প্রশ্ন থাকবে; যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৬ × ৫ = ৩০

☆☆☆ (১) প্রশ্ন : শব্দ গঠন বলতে কী বোঝ? কী কী উপায়ে বাংলা ভাষায় শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ লেখ।

[ঢা. ১৩, ০৪, ০৬, ১১; কু. ১৩; রা. ০০, ০১, ০৪, ০৬; সি. ০১, ০৪, ০৮, ১১; ব. ০৪, ০৮; চ ০৮, ১১]

অথবা, শব্দগঠন বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করো। [কু. ১৫, সি. ০৬]

অথবা, বাংলা শব্দগঠন প্রণালি সংক্ষেপে আলোচনা করো। *[কু. ৯১, ০০]*

অথবা, শব্দ কাকে বলে? গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণি বিভাগ কর। প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও। *[রা. ১৩; চ. ১৪. ঢা. ১৫]*

অথবা, শব্দগঠন বলতে কী বোঝ? সার্থক শব্দ গঠনের উপায়গুলো উদাহরণসহ লেখ। *[কু. ০৬, ০৩; চ. ০৬; ঢা. দি. ০৯]*

অথবা, কী কী উপায়ে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা করো। *[ঢা. ০১; চ. ০৩, ১২; রা. ০৯; য. ০৯]*

অথবা, কী কী উপায়ে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[ঢা. ০১; চ. ০৩, ১২; রা. ০৯; য. ১০, ১২]

☆☆☆ (২) প্রশ্ন–বাংলা উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। [ব. ১৬, রা. ১৬]

অথবা উচ্চারণ রীতি কাকে বলে? বাংলা উচ্চারণের চারটি নিয়ম লেখো। [দি. ১৬]

☆☆☆ (৩) প্রশ্ন–'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। [ঢা. ১৬]

অথবা বাংলা 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম লেখো। [কু. ১৭, দি. ১৭, ব. ১৭, ঢা. ১৭, য. ১৭, ১৬; চ. ১৬]

অথবা ম-ফলা উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। [চ. ১৭]

☆☆☆ (৪) প্রশ্ন–উচ্চারণনীতি কাকে বলে? বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্রয়োজন কেন আলোচনা করো। [য. ১৬]

☆☆☆ (৫) প্রশ্ন–এ-ধ্বনি উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। [সি. ১৭, ১৬]

☆☆☆ (৬) প্রশ্ন–গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[য. ০০; চ.১৫, ১০; ব. ১০; কু; ০৪]

☆☆☆ (৭) প্রশ্ন : ষত্ব-বিধান বলতে কী বোঝ? ষত্ব–বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখো। *[ঢা. ০৭; রা. ০৩; ব. ০১]*

☆☆☆ (৮) প্রশ্ন : ণ-ত্ব বিধান বলতে কী বোঝ? ণ-ত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

[ঢা. ১৭, ০৬, ০৯; কু. ১৩; রা. ০৪, ১১, ব. ১৭, ০০; দি. ০৯; চ. ১৭, ১৪]

☆☆☆(৯) প্রশ্ন : বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক–উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[সি. ১৬, দি. ১৬, চ. ১৭, ১৬]

অথবা একটি সার্থক বাক্য গঠনের জন্য কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক–উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[ঢা. ০৪, ০৯, ১১, রা. ১৬, ১৩, ০৮, ১০; ব. ১৫.০৬, ০৯, ১১; কু. ০৫, ০৭, ০৯, ১১; য. ১৬, ০৩, ০৫, ০৮; চ. ০২, ০৭, ১১, ১৩; সি. ১৫,০৬, ০৮, ১০, দি. ১০]

☆☆☆(১০) প্রশ্ন : যোজক কাকে বলে? যোজক কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণ লেখ। *[সকল বো. ২০১৮]*

☆☆ (১১) প্রশ্ন : অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[ঢা. ১২, ১৫, ০৫, ১০; রা. ১৫,১৬, ০৫, ০৮, ১১; ব. ০৩, ০৫, ০৭, ১২; য. ০৩, ০৬, ১১; সি. ০৫, ০৭, ১০, ১২; দি. ১৫,১১; চ. ১৩]

অথবা, অর্থ অনুযায়ী শব্দের শ্রেণীবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করো।

অথবা, অর্থের পার্থক্য বিচারে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

কু. ৯৯, ১২, ১৪; চ. ১১; ব. ১৬, ১৪]

অথবা, সন্ধি ও সমাসের মধ্যকার প্রধান ছয়টি পার্থক্য বর্ণনা করো। *[সি. ১৩; য. ১৫,১৩; দি. ১৩]*

অথবা, যৌগিক রূঢ় ও যোগরূঢ় শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করো। *[য. ৯৪]*

☆☆☆ (১২) প্রশ্ন : বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[দি. ১৭, ঢা. ১৭, ০৩, ০৫, ১৪; রা. ০০, ০২, ১২, ১৪; চ. ০৫, ০৯, ১২; য.১৫, ০১, ০৫, ০৯, ১১, ১৪; ব. ১৪]

অথবা, বাক্য কাকে বলে? গঠনরীতি অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[কু. ১৬, ০১, ০৮, ১২; ব. ০১, ০৫, ১০, ১২; সি. ০৭, ০৯]

অথবা, কোন কোন বিষয়ের উপর বাক্যের সার্থকতা নির্ভর করে তা ব্যাখ্যা করো। [ঢা. ১৬]

☆☆ (১৩) প্রশ্ন : কোন কোন বিষয়ের উপর বাক্যের সার্থকতা নির্ভর করে তা ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. ১৬]*

☆☆☆ (১৪) প্রশ্ন : বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে ই, উ, ক্ষ, শ এবং রেফ (´) ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। *[সকল বো. ২০১৮]*

☆☆☆ (১৫) প্রশ্ন : বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

[ঢা. ১৬, চ. ১৬, কু. ১৭, ১৬, ব. ১৭, ১৬, রা. ১৬, য.১৬, ১৫, ০৮ সি. ১৬, ০৮; দি. ১৩]

অথবা, আধুনিক বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। *[ব. ০৯; কু. ১০; সি. ১০; য. ১৩]*

অথবা, আধুনিক বাংলা বানানের ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। *[দি. ১৭]*